ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে সাবেক সরকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নৃশংসতা চালিয়েছিল: জাতিসংঘ

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, জনগণের বিরোধিতার মুখে ক্ষমতা ধরে রাখতে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রশাসন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ভয়াবহ নৃশংসতা চালিয়েছিল। বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন এক প্রতিবেদনে সাবেক সরকারের এমন নৃশংসতার কথা তুলে ধরে।

হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক তার প্রতিবেদনে বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নৃশংস প্রতিক্রিয়া ছিল সাবেক সরকারের একটি পরিকল্পিত এবং সমন্বিত কৌশল, যা জনতার বিরোধিতার মুখে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে প্রয়োগ করা হয়েছিল।” তিনি আরও উল্লেখ করেন, যে বিক্ষোভ দমন করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, আটক এবং নির্যাতন চালানো হয়েছে।

ভলকার তুর্ক বলেন, “এ ধরনের সহিংসতা এবং লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রমাণগুলো থেকে একটি উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে গুরুতর উদাহরণ হতে পারে এবং এমনকি আন্তর্জাতিক অপরাধও গঠন করতে পারে।”

তিনি আরও বলেন, “জাতীয় নিরাময় এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য দায়বদ্ধতা এবং ন্যায়বিচার অপরিহার্য। দেশের জনগণের জন্য এই সময়ের ভয়াবহ অন্যায়গুলোর সত্য উন্মোচন, নিরাময়, এবং জবাবদিহিতার মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত জরুরি।”

ভলকার তুর্ক জানান, জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশন এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় জবাবদিহিতা এবং সংস্কার প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো পথ হলো এই ভয়াবহ অন্যায়গুলোর প্রতিকার করা এবং যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করা।”

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে সংঘটিত ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের

বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। প্রতিবেদনটি সাবেক সরকারের বিরুদ্ধে গুম, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এ ধরনের অভিযোগ ও প্রতিবেদন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত চলমান আলোচনা ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।